بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা
33

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার 20 শে অক্টোবর, 2016 20 ইখা, 1395 হিজরী শামসী 18 মহর্‌রম 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যে আমাকে মানে না সে খোদা ও রসূলকেও মানে না। কেননা, আমার সম্পর্কে খোদা ও রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে।

যে ব্যক্তি খোদা ও রসূলের কথা মানে না, কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, সজ্ঞানে খোদা তা'লার নিদর্শনসমূহ রদ করে, এবং শত শত নিদর্শন সত্বেও আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, সে কীভাবে মোমেন হইতে পারে?

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

প্রশ্ন (৬)

হুযুরে আলী হাজার হাজার জায়গায় লিখিয়াছেন যে, কলেমা-বিশ্বাসীকে ও আহলে কেবলাকে কাফের বলা কোন মতেই ঠিক নহে। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সকল মোমেন যাহারা আপনাকে কাফের আখ্যা দিয়া নিজেরা কাফের হইয়া যায় তাহারা ছাড়া কেবল আপনাকে না মানার দরুন কেহ কাফের হইতে পারে না। কিন্তু আব্দুল হাকিম খানকে আপনি লিখিয়াছেন যে, যাহাদের নিকট আমার দাওয়াত পৌঁছানো সত্বেও আমাকে গ্রহণ করে নাই তাহারা মুসলমান নহে। এই বর্ণনা পূর্বের লিখিত পুস্তকের বর্ণনায় স্ববিরোধ আছে এবং যেমন তরিয়াকুল কুলুব ও অন্যান্য পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, আমাকে না মানার দরুন কেহ কাফের হয় না। কিন্তু আপনি এখন লিখিতেছেন যে, আমাকে কেহ অস্বীকার করিলে সে কাফের হইবে।

উত্তর:

ইহা অদ্ভুত ব্যাপার যে, আপনি কাফের আখ্যাদানকারী ও অমান্যকারীকে দুই ধরণের মানুষ মনে করেন। অথচ খোদার নিকট তাহারা একই ধরণের মানুষ। কেননা, যে ব্যক্তি আমাকে মানে না সে এই কারণে মানে না যে, সে আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা বলেন, খোদা সম্পর্কে যাহারা মিথ্যা বানাইয়া বলে তাহারা সব চাইতে বড় কাফের, যেমন আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন,

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ

(সূরা আল আরাফ, আয়াত: ৩৮) অর্থাৎ বড় কাফের দুইটিই আছে। প্রথমটি হইল, যে খোদা সম্পর্কে মিথ্যা বলে* এবং দ্বিতীয়টি হইল, যে খোদার কালামকে অস্বীকার করে। অতএব যে ক্ষেত্রে একজন অস্বীকারকারীর দৃষ্টিতে আমি খোদার নামে মিথ্যা কথা বলিয়াছি, সেক্ষেত্রে আমি কেবল কাফের নই, বরং বড় কাফের। আমি যদি মিথ্যাবাদী না হই তবে নিঃসন্দেহে ঐ কুফরী তাহাদের উপর পড়িবে, যেমন আল্লাহ্‌ তা'লা নিজেই উপরোক্ত আয়াতে বলেন। এতদ্ব্যতীত যে আমাকে মানে না সে খোদা ও রসূলকেও মানে না। কেননা, আমার সম্পর্কে খোদা ও রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। অর্থাৎ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়াছিলেন যে, শেষে যুগে আমার উম্মতের মধ্য হইতেই মসীহ মাওউদ আসিবেন। আঁ হযরত (সা.) এই সংবাদও দিয়াছিলেন যে, আমি মে'রাজের রাত্রিতে মসীহ ইবনে মরিয়মকে ঐ সকল নবীদের মধ্যে দেখিয়া আসিয়াছি যাহারা এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইয়াহিয়া শহীদের পাশে দ্বিতীয় আকাশে তাঁহাকে দেখিয়াছি। খোদা তা'লা কুরআন শরীফে সংবাদ দিয়াছেন যে, মসীহ ইবনে মরিয়ম মৃত্যু বরন করিয়াছেন। খোদা আমার সত্যতার সাক্ষ্যরূপে তিন লক্ষের অধিক আসমানী নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। রমযানে আকাশে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছে। এখন যে ব্যক্তি খোদা ও রসূলের কথা মানে না, কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, সজ্ঞানে খোদা তা'লার নিদর্শনসমূহ রদ করে, এবং শত শত নিদর্শন সত্বেও আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, সে কীভাবে মোমেন হইতে পারে? যদি সে মোমেন হয় তবে মিথ্যা বলার দরুন আমি কাফের সাব্যস্ত হই। কেননা, তাহাদের দৃষ্টিতে আমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ

(সূরা আল হুজরাত, আয়াত: ১৫) অর্থাৎ আরবের গ্রামবাসীরা বলে আমরা ঈমান আনিয়াছি। তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা ঈমান আন নাই। হ্যাঁ, এইরূপ বল যে, আমরা অনুবর্তিতা গ্রহণ করিয়া লইয়াছি; কিন্তু ঈমান এখনো তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। অতএব যে স্থালে খোদা অনুবর্তিতাকরীদের নাম মোমেন রাখেন না, সে স্থলে ঐ সকল লোক কীভাবে খোদার নিকট মোমেন হইতে পারে যাহারা প্রকাশ্যে খোদার কালাম অস্বীকার করে এবং যমীনে ও আকাশে খোদা তা'লার হাজার হাজার নিদর্শন দেখিয়াও আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হইতে বিরত হয় না? তাহারা নিজেরাও এই কথা স্বীকার করে যে, যদি আমি খোদার নামে মিথ্যা কথা না বলি এবং মোমেন হই তবে এমতাবস্থায় আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দরুন তাহারা কাফের হইয়াছে এবং আমাকে কাফের আখ্যায়িত করিয়া নিজেদের কুফরীর উপর মোহর লাগাইয়া দিয়াছে। ইহা শরীয়তে একটি বিধান যে, মোমেনকে কাফের বলে পরিণামে সে কাফের হইয়া যায়। দুইশত মৌলবী আমাকে কাফের আখ্যা দিয়াছে এবং আমার কুফরীর ফতোয়া লিখিয়াছে। তাহাদের ফতোয়া দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হয় যে, যে মোমেনকে কাফের বলে সে-ও কাফের হইয়া যায় এবং কাফেরকে কাফেরকে মোমেন আখ্যাদানকারীও কাফের হইয়া যায়। তাহা হইলে এই বিষয়টির সহজ প্রতিকার এই যে, যদি অন্যান্য লোকদের মধ্যে সত্যতার বীজ ও ঈমান থাকে এবং তাহারা মোনাফেক না হয় তবে তাহাদের এই সকল মৌলবীর প্রত্যেকের নাম উল্লেখপূর্বক এই বলিয়া একটি লম্বা বিজ্ঞাপন ছাপানো উচিত যে, ইহারা সকলে কাফের। কেননা, ইহারা একজন মুসলমানকে কাফের বানাইয়াছে। তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে মুসলমান মনে করিব– অবশ্য যদি তাহাদের মধ্যে কপটতার

এরপর সাতের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

“আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি যে, ইসলাম শিক্ষা হল শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা দেয়”

জামার্নীর Frankenthal শহরে ৩০ শে আগস্ট,২০১৬ তারিখে মসজিদ নূরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আঃ)-এর ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সকল অতিথিবর্গ এবং জামাতের সদস্যবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু। আল্লাহ তা'লা সকলকে শান্তিতে ও নিরাপদে রাখুন। আল্লাহ তা'লা আজকে এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের এখানে মসজিদ নির্মাণের তৌফিক প্রদান করছেন। ইনশাল্লাহ তা'লা এই মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর এর উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে প্রকাশ পাবে। যার উল্লেখ এই মসজিদের উদ্বোধনকালেও করা হবে। ইনশাল্লাহ। জামাত আহমদীয়া জার্মানীর আমীর সাহেব এই শহরের বৈশিষ্ট বর্ণনা করে একথারও উল্লেখ করেন যে, এই শহরের মানুষ অত্যন্ত উদার প্রকৃতির। এখানে আন্তধর্মীয় আলোচনা সভা খুব বেশি হয়ে থাকে যেখানে সকলেই অংশগ্রহণ করে।

এটি এমন একটি বৈশিষ্ট যা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখতে একটি মৌলিক বিষয়। এই দিক থেকে একথা শুনে আমি বড়ই আনন্দিত হয়েছি যে, এই শহরের মানুষ অত্যন্ত সহনশীল এবং ধর্মের প্রকারভেদ সত্বেও পরস্পরের কথা এবং ধর্মের সম্পর্কে শুনতে আগ্রহী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক। এই বক্তব্যগুলি শোনার পর তারা পারস্পরিক বিদ্বেষ, কলহ ও বিবাদকে উস্কে দেয় না, বরং তারা ভালবাসা ও সম্প্রীতি সহকারে জীবন যাপন করে। এরা সহনশীল। অতএব এটি এই শহরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যার জন্য আমি আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই।

যেরূপ আমীর সাহেব বললেন, এছাড়াও এখানকার কাউন্সিল এবং স্থানীয় নাগরিকরাও মসজিদ নির্মাণের জন্য আমাদের অনেক সহায়তা করেছেন। আর এবিষয়টিও আপনাদের উদারতাকেই প্রতিবিম্বিত করে। জামাত আহমদীয়া বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করছে। ছোট এবং বড় উভয় শহরগুলিতেই মসজিদ নির্মাণ করছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে স্থানীয় মানুষেরা কোন না কোন ভাবে এর বিরোধীতা করে। তাদের বিরোধীতা করাও প্রাসঙ্গিক, কেননা বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে যে অবধারণা তৈরী হয়ে আছে তা তাদেরকে কিছুটা হলেও শঙ্কিত করে তোলে। তাদের মধ্যে এই আশঙ্কা তৈরী হয়ে আছে যে, এই শহরে যদি মসজিদ নির্মিত হয় বা মুসলমানরা এসে বসবাস করতে শুরু করে নিজেদের দখল জমায় তবে হয়তো তাদের শহর এবং অঞ্চলের শান্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু যেভাবে দাউদ মাজুকা সাহেব নিজের পরিচয় তুলে ধরার সময় বললেন যে, জামাত আহদীয়া হল সেই জামাত যার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হল শান্তি, নিরাপত্তা এবং ভালবাসার বাণী প্রসার করা। বস্তুতঃ যদি ইসলামী শিক্ষার সারমর্ম বর্ণনা করা যায় এবং কুরআন শরীফের শিক্ষাকে দু'টি বাক্যে বর্ণনা করা যায় তবে সেটি এইরূপ দাঁড়াবে যে, নিজেদের সৃষ্টিকর্তা খোদার সঠিক অর্থে ইবাদত কর এবং সৃষ্টির অধিকার প্রদান করার পূর্ণ চেষ্টা কর। অতএব যখন একে অপরের অধিকারের প্রতি মনোযোগ থাকবে তখন কোন প্রকৃত মুসলমান কোন স্থানে বিশৃঙ্খলার কারণ হওয়া সম্ভবই হবে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যাকে আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী রূপে মান্য করি, তাঁকে আল্লাহ তা'লার এই যুগে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যই হল পৃথিবীতে বিরজমান যাবতীয় কলহ ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটানো। আর এই কারণেই তিনি (আ.) একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের জামাতের সদস্যদের এই শিক্ষা প্রদান করেন যে, বান্দাকে তার সৃষ্টিকর্তার দিকে নিয়ে আসতে হবে। সঠিক অর্থে তার ইবাদত করতে হবে এবং আল্লাহ তা'লার বান্দার অধিকার প্রদান করে নিজেদের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে প্রয়োগ করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্য পুরণের লক্ষ্যে তোমরা আমার সাহায্যকারী হবে। অতএব এটিই হল সেই উদ্দেশ্য যা প্রত্যেক আহমদীর উদ্দেশ্য আর যখন এটিই উদ্দেশ্য হয় তখন ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে কারোর শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। হ্যাঁ তবে ঐ সকল মানুষরা বিপদের কারণ হতে পারে যারা ইসরলামের নামে অপকর্ম করে বেড়ায়। কিন্তু আমি আশ্বস্ত করতে চাই আপনাদের সকল অতিথিবর্গকে , এই শহরের মানুষ যারা আহমদী নন, মুসলমান নন, যারা এখন আমার সামনে বসে আছেন যে, জামাত আহমদীয়া সেই ইসলামকে মান্য করে যার উল্লেখ কুরআন করীম অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার সেই গ্রন্থে বিদ্যমান যা আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। কুরআন করীমের শিক্ষায় একথা লেখা নেই যে, কঠোরত কর বা অত্যাচার কর, বরং শান্তি ও সৌহার্দ্য-র শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

খানা কাবা যা মুসলমানদের সেই পবিত্র স্থান যেখানে প্রত্যেক বছর মানুষ লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় নয় কোটি কোটি সংখ্যায় একত্রিত হয়। তারা ওমরা করে এবং বছরে লক্ষ লক্ষ মানুষ হজ্জ করে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যে হজ্জ আরম্ভ হবে। খানা কাবার হজ্জের উদ্দেশ্যই হল এখান থেকে শান্তি ও সম্প্রীতির বাণীর প্রসার ঘটানো। কিন্তু মুষ্টিমেয় সার্থান্বেষী মানুষ এই বাণীর প্রসারের পরিবর্তে নিজেদের সার্থসিদ্ধি করা আরম্ভ করেছে যার কারণে দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানরা শান্তি ও সম্প্রীতি প্রসারের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির কারণ হচ্ছে যা অ-মুসলিমদের উপর ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কিন্তু এটিই ভবিতব্য ছিল, কেননা ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, এমন একটি যুগ আসবে যখন ইসলামের আমল থাকবে না এবং কুরআন করীমের শিক্ষাকে মানুষ ভুলে বসবে, তখন আল্লাহ তা'লা একজন সংস্কারক হিসেবে মসীহ মওউদকে প্রেরণ করবেন যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। আল্লাহ তা'লার কৃপায় জামাত আহমদীয়া সেই কাজ করছে।

আমীর সাহেব বলেছেন যে, আল্লাহ তা'লার ফযলে এখানে লাজনা অনেক কাজ করেছে। এটিও ইসলামী শিক্ষার একটি অংশ এবং এটি সেই স্বাধীনতার অংশ যা ইসলাম নারীজাতিকে প্রদান করেছে। অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে পুরুষদের ছত্রছায়া থেকে বের হয়ে নিজেদের সংগঠনের অধীনে কাজ করে নিজেদের কর্তব্য পালন কর। তোমাদের পরিবারের প্রতি যে কর্তব্য রয়েছে সেগুলি, বাচ্চাদের তরবীয়ত এবং তবলীগ সংক্রান্ত তোমাদের অন্যান্য যেসব কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী রয়েছে নিজেদের গন্ডির মধ্যে সেগুলিও পালন কর। শিক্ষা অর্জনও কর। এই আদেশটির কারণেই পৃথিবীর অনেক স্থানে আমাদের মহিলাদের সাক্ষরতার অনুপাত আল্লাহ্‌র কৃপায় পুরুষদের তুলনায় অধিক। জার্মানী একটি উন্নত দেশ। পৃথিবীর অনেক দরিদ্র দেশ যেখানে শিক্ষার সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে, খুব কষ্টে তা অর্জন করতে হয়। পিতা-মাতা নিজেদের সন্তানদের শিক্ষা দিতে পারে না। কিন্তু জামাত আহমদীয়ার ছেলে-মেয়েরা আল্লাহ্‌র ফযলে শিক্ষা অর্জন করে আর এক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরা কিছু কিছু স্থানে ছেলেদের তুলনায় বেশি শিক্ষিত। অতএব এটি এই অভিযোগ খণ্ডন করে যে, ইসলাম নারীদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে না। ইসলামে নারীজাতির অধিকার সম্পর্কে বিচিত্র বিচিত্র সব দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) বলেছেন- যে মহিলা নিজের মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলল তাকে আল্লাহ তা'লা জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করবেন। যারা এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, এই জীবনের পর আরও একটি জীবন রয়েছে তাদের জন্য এটি অনেক বড় সম্মান। ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করাও জরুরী, কেননা তাদেরকে সমাজের একটি উপকারী সত্তা হতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ছেলেরা পিতা-মাতার জন্য এই পৃথিবীতেও আর্থিক উপকার প্রদানের মাধ্যম হয়ে থাকে। আমাদের সমাজে বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যেখানে যৌথ পরিবারের প্রচলন রয়েছে সেখানে ছেলেদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের উপার্জন দিয়ে পিতা-মাতার সেবা করে থাকে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে একটি পার্থিব উপকার তারা পেয়ে থাকে যা উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানকারী পিতা-মাতারা প্রতিদান রূপে এই পৃথিবীতেই পেয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েরা যখন বিয়ের পর অপরের ঘরে চলে যায় তখন পিতা-মাতা সরাসরি মেয়ের কাছ থেকে কোন উপকার পায় না। কিন্তু আল্লাহ তা'লা বলেন যে, যদি তোমরা বিশ্বাস কর যে, মৃত্যুর পর একটি জীবন আছে তবে সেই জগতে তোমাদেরকে অবশ্যই লাভবান করব।

অতঃপর ইসলাম বলে, মহিলারা মাতৃরূপে সেই সত্তা যার

এরপর সাতের পাতায়....

জুমআর খুতবা

এই পৃথিবীতে আগমনকারী প্রত্যেক মানুষেরই একদিন এখান থেকে বিদায় নিতে হবে, কোন বস্তুই অমর ও অজরা নয়। কতক একান্ত শৈশবেই আল্লাহ্ তা'লার কাছে ফিরে যায়, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে নেন। আর কতক যৌবনে, কতক বৃদ্ধ বয়সে আর কতক চরম বার্ধক্যে পৌঁছে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে 'আরযালিল উমর' আখ্যা দিয়েছেন এবং যে বয়সে পৌঁছে মানুষ পুনরায় শৈশবসুলভ আচরণ করে, পরনির্ভর হয়ে পড়ে এবং জ্ঞানহীনতার শিকার হয়ে অবশেষে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

খোদা তা'লা আমাদের প্রতিটি কষ্ট, বেদনা এবং আক্ষেপের মুখে খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার জন্য 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিওন'-এর দোয়া শিখিয়েছেন, অর্থাৎ আমরা খোদা তা'লারই, আর তাঁর দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তনকারী। আর যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা পরম ধৈর্য্য প্রদর্শন করে এবং এই দোয়া পড়ে তখন আল্লাহ্ তা'লা যেখানে মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করেন সেখানে ছেড়ে যাওয়া শোকাভিভূত আত্মীয় স্বজনের আন্তরিক প্রশান্তিরও ব্যবস্থা করেন।

ইতালিতে হাইকিং-এ সময় একটি দুর্ঘটনায় ফলে যুক্তরাজ্যের জামিয়া আহমদীয়ার ছাত্র স্নেহের রেযা সেলীম (ইবনে মুকাররম সেলিম যাফর সাহেব) -এর আকস্মিক মৃত্যু। মরহুমের সদগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা হাযের।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক জার্মানীর ফ্রাঙ্কফার্টে বায়তুস সুবুহ মসজিদে প্রদত্ত ১৬ ই সেপ্টেম্বর , ২০১৬- এর জুমুআর খুতবা (১৬ তাবুক,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই পৃথিবীতে আগমনকারী প্রত্যেক মানুষেরই একদিন এখান থেকে বিদায় নিতে হবে, কোন বস্তুই অমর ও অজরা নয়। কতক একান্ত শৈশবেই আল্লাহ্ তা'লার কাছে ফিরে যায়, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে নেন। আর কতক যৌবনে, কতক বৃদ্ধ বয়সে আর কতক চরম বার্ধক্যে পৌঁছে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে 'আরযালিল উমর' আখ্যা দিয়েছেন এবং যে বয়সে পৌঁছে মানুষ পুনরায় শৈশবসুলভ আচরণ করে, পরনির্ভর হয়ে পড়ে এবং জ্ঞানহীনতার শিকার হয়ে অবশেষে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিকটাত্মীয় মানুষের বিদায়ে শোকাভিভূত হয়, তা সে যে বয়সেই বিদায় নিক না কেন। কিন্তু কিছু ব্যক্তিত্ব এমন হয়ে থাকে যাদের এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া শোক এবং দুঃখে জর্জরিত মানুষের গন্ডী অনেক বিস্তৃত হয়ে থাকে। আর এমন কোন প্রিয় ব্যক্তিত্ব যদি যৌবনে এবং আকস্মিকভাবে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তাহলে দুঃখ এবং বেদনা সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু খোদা তা'লা আমাদের প্রতিটি কষ্ট, বেদনা এবং আক্ষেপের মুখে খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার জন্য 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিওন'-এর দোয়া শিখিয়েছেন, অর্থাৎ আমরা খোদা তা'লারই, আর তাঁর দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তনকারী। আর যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা পরম ধৈর্য্য প্রদর্শন করে এবং এই দোয়া পড়ে তখন আল্লাহ্ তা'লা যেখানে মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করেন সেখানে ছেড়ে যাওয়া শোকাভিভূত আত্মীয় স্বজনের আন্তরিক প্রশান্তিরও ব্যবস্থা করেন। সম্প্রতি আমাদের অতীব প্রিয় এক স্নেহভাজন, জামেয়া আহমদীয়া ইউ কে-র ছাত্র রেযা সেলীম এক দুর্ঘটনার ফলে ২০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিওন'। একজন প্রিয়ভাজন, তার এক বন্ধু আমাদের জানিয়েছেন যে, ইন্তেকালের সংবাদ পাওয়ার দু'ঘন্টার ভিতর নিজ সমবেদনা জানানোর তিনি স্ত্রীসহ উদ্দেশ্যে মরহুমের পিতা-মাতার কাছে যান। তিনি বলেন যে, আমার স্ত্রীর আশ্চর্য্যের কোন সীমা ছিল না যখন মরহুমের মা বলেনযে, সে আমার বড়ই প্রিয় সন্তান ছিল, কিন্তু যিনি তাকে ডেকে নিয়েছেন তিনি তার চেয়েও বেশি প্রিয়। এই হলো সেই মু'মিন সুলভ উত্তর যা আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের মাঝে দেখতে পাই। কোন হৈচৈ বা আহাজারি নেই। হ্যাঁ, আক্ষেপ বা দুঃখ হয়, যার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ মানুষ কাঁদেও এবং দুঃখ চরম পর্যায়েও পৌঁছে যায়। সন্তানের মৃত্যুতে পিতা-মাতার চেয়ে বেশি বেদনা জর্জরিত আর কে-ই বা হতে পারে? পিতা সম্পর্কেও আমাকে বলা হয়েছে যে, দুর্ঘটনার সংবাদ শোনা মাত্রই তিনি ভীষণভাবে শোকাভিভুত হয়ে পড়েন। তিনি কাঁদছিলেনও আরএকই সাথে দোয়াও করে থাকবেন, কিন্তু যখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, আর কিছুক্ষণ পর যখন মৃত্যুর নিশ্চিত সংবাদ আসে তখন তিনি শান্ত হয়ে যান। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিওন'। অতএব এই হলো প্রকৃত মু'মিন সুলভ মর্যাদা। যুবক সন্তানের আকস্মিক মৃত্যুকে এত স্বল্প সময়ে ভোলানো যদিও সম্ভব নয় কিন্তু একজন মু'মিন খোদার দরবারে উপস্থিত হয়ে তার বেদনা ব্যক্ত করে, কাঁদেও, আর হৃদয়ের প্রশান্তি এবং মরহুমের মর্যাদার উন্নতির জন্য দোয়াও করে থাকে।

আমি জার্মানীর সফরে ছিলাম। আমার ফিরতি সফরও সেই দিনই আরম্ভ হয়। যাত্রা আরম্ভ করার পূর্বেই আমি সংবাদ পাই যে, দুর্ঘটনা ঘটেছে। আর পথিমধ্যে ইন্তোকালেরও সংবাদ আসে। তখন প্রিয়ভাজনের চেহারা বারংবার আমার চোখের সামেন ভাসতে থাকে। দোয়ার তৌফিকও পেতে থাকি। সে অত্যন্ত প্রিয় এবং আদরের ছিল। জামেয়া আহমদীয়ার ইউ কে-র ছাত্ররা যেহেতু রীতিমত আমার সাথে সাক্ষাত করে থাকে তাই তাদের সবার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং পরিচিতি রয়েছে। মুলাকাতের সময় আমার কাছে কিছু সময় থাকলে তারা আমার সাথে প্রশ্ন-উত্তরও করে থাকে। আমার সাথে এই যুবকের শেষ যে সাক্ষাত হয় তখন তার মাথায় কিছু প্রশ্ন ছিল যার উত্তর দিতে কিছু সময়ও লেগেছে। আমি তাকে বিস্তারিত বুঝিয়েছি। তার পিতার বলার পর আমার মনে পড়ে যে, এই সাক্ষাতের পর স্নেহের রেযা খুবই সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত ছিল যে, আজকে মোটামুটি ১৫/১৬ মিনিটের সাক্ষাতে আমার প্রশ্নের বিশদ উত্তর আমি পেয়েছি। সবসময় তার চোখে খিলাফতের জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ঔজ্জ্বল্য বিরাজ করতো। সে যখন জামেয়ায় ভর্তি হয় তখন আমার ধারণা ছিল যে, হয়তো ক্রিড়া কৌতুকেই তার আগ্রহ বেশি। আর নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা যেভাবে প্রত্যেক আহমদীর থেকে থাকে তার মাঝেও তেমনই থাকবে, শৈশবে বা কৈশোরে যেমন হয়ে থাকে এই ছেলের অবস্থাও তেমনই হবে। কিন্তু এই ছেলে আমার ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে ভুল প্রমাণ করেছে। পড়ালেখায়ও মেধাবী প্রমাণিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে খেলাধূলায়ও তার আগ্রহ ছিল কিন্তু নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততারও ক্ষেত্রেও সে অনেক উন্নতি করেছিল। খিলাফত এবং ইসলামের সুরক্ষার জন্য উন্মুক্ত তরবারি হওয়ার আন্তরিক বাসনা ছিল। আর তার কয়েকজন বন্ধু যেভাবে কতক অবস্থা তুলে ধরেছেন তা থেকে প্রতিভাত হয় যে, সে এটি করেও দেখিয়েছে। তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে, সহপাঠি, জামেয়ার ছাত্ররা, ভাই-বোন এবং পিতা-মাতা আমার কাছে তার গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। একটি কথা প্রায় সকলেই লিখেছে যে, বিনয়, উন্নত আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় আত্মাভিমান, খিলাফতের সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসা, আতিথেয়তা, অন্যের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ- এসব

তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। রসূলে করীম (সা.)-এর বাণী অনুসারে এমন মানুষ সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে যাদের জন্য জান্নাত অনিবার্য হয়ে যায় এবং সবাই যাদের প্রশংসা করে থাকে। এই যুবক ধর্ম সেবার এক বিশেষ চেতনা এবং প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিল। আর খেলাধূলা এবং হাইকিং-এ হয়তো এজন্য অংশ নিত কেননা ধর্ম সেবার জন্য সুস্থ্য দেহ আবশ্যক। তার বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে এই প্রিয় যুবক সম্পর্কে যারা লিখেছেন তদের প্রতিটি কথা তার সুন্দর গুণাবলীর পরিচায়ক।

স্নেহের রেযা সেলীম আমাদের প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসের কর্মী সেলীম জাফর সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ২০১৬ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর ইতালীতে হাইকিংয়ের সময় এক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিওন'। তিনি ১৯৯৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের গিলফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওয়াকফে নও তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূত্রপাত হয় তার বড় দাদা জনাব আলাদ্বীন সাহেবের মাধ্যমে যিনি কাদিয়ানের নিকটবর্তী একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। এই স্নেহভাজন ২০১২ সনে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন। তিনি তার বংশের প্রথম মুবাল্লিগ হতে যাচ্ছিলেন আর জামেয়ার তৃতীয় শ্রেণী পাশ করে রাবেয়ায় উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছিলেন। মরহুম মূসীও ছিলেন। তিনি ওসীয়্যত ফর্ম পূরণ করেছিলেন যার মঞ্জুরীর প্রক্রিয়া চলছিল। আমি 'কারপরদাযকে' (প্রবন্ধক) লিখেছি যে, তার ওসীয়্যত আমি মঞ্জুর করছি। পিতা মাতা ছাড়া তার দুই ভাই এবং দুই বোন রয়েছে।

জামেয়া আহমদীয়া ইউ কে-র শিক্ষক এবং হাইকিংয়ের ইনচার্য হাফিয এজাজ আহমদ সাহেব ঘটনার সময় সাথে ছিলেন। এই ঘটনার কিছু বিশদ বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেন- একদিন পূর্বে আমরা পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করে ৫০০ মিটার নীচে একটি কাঠের ঘরে রাত অতিবাহিত করি। অর্থাৎ উপর থেকে নীচে নেমে আসি। কঠিন পথ আমাদের অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমাদের সাথে অন্য আরো ১০জন হাইকারও ছিল। সকাল প্রায় ৮টার দিকে আমরা সেই কাঠের ঘর থেকে ফিরে আসার জন্য যাত্রা করি। তখন আবহাওয়াও সম্পূর্ণ ভালো ছিল। আমরা সবাই সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ রেযা সেলীমের পা ফসকে যায় বা কোন পাথরের সাথে হোঁচট খায় যার কারণে তিনি সামলাতে পারেননি এবং ঢালু হওয়ার কারণে দ্রুত গতিতে নীচের দিকে দৌড়াতে থাকেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি এবং তার মাথার ভরে নীচে এসে পড়েন। যদিও তিনি মাথায় হেলমেট পরিহিত ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও নীচে পড়ে যাওয়ার কারণে মাথায় আঘাত আসে। যেহেতু সোজা পড়েছিলেন তাই ডাক্তারদের ধারণা হলো পড়ে যাওয়ার সময় পূর্বেই হয়তো তার চেতনা হারিয়ে যায় অর্থাৎ আঘাত আসার আগেই তার চেতনা হারিয়ে যায় বা শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যাহোক সেই সময় আমি তাকে ধরার চেষ্টা করি কিন্তু সফল হইনি। এরপর আরেকজন ছাত্র, হুমায়ূন, যিনি সামনে যাচ্ছিলেন,তাকে আওয়াজ দেয়, তিনিও ধরার চেষ্টা করেন আর হুমায়ূনের হাত তাকে স্পর্শও করে কিন্তু তিনিও তাকে ধরতে সফল হননি। রেযা সেলীম দ্রুতগতিতে গভীর খাতে পড়ে যান। দুর্ঘটনা দেখে কিছু অন্যান্য ছাত্রও তাকে বাঁচানোর জন্য নীচে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু আমি তাদেরকে বারণ করি কেননা এর ফলে বড় ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিল। তখন অন্যান্য পথিকদের সাহায্যে বাকি ছাত্রদেরকে উপরে নিয়ে আসি,তারাও অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছিল। সেই সময় অন্য ছাত্র যারা সাথে ছিল, ঘটনার আকস্মিকতার কারণে তাদের কারো মাঝে চলার শক্তি ছিল না। দুর্ঘটনার অব্যাবহিত পর ফোনে ইমার্জেন্সি সার্ভিসকে সংবাদ দেওয়া হয় আর ২০ মিনিটের ভিতর হেলিকপ্টার চলে আসে। রেযা সেলীম আমাদের চোখের সামনেই ছিল। আমরা হেলিকপ্টারকে সেই স্থানটি সম্পর্কে অবহিত করলে তারা হেলিকপ্টারের সাহায্যে সেখানে নিজেদের মানুষ অবতরণ করায়। আমাদের পুরো গ্রুপ যতক্ষণ পর্যন্ত হেলিপ্যাডে না পৌঁছে ততক্ষণ তারা ছাত্রদেরকে রেযা সেলীমের ইন্তেকাল সম্পর্কে কোন সংবাদ দেয়নি। সব ছাত্ররা যখন নিরাপদে হেলিপ্যাডে পৌঁছে যায় তখন উদ্ধারকারীরা আমাদের ছাত্রদের রেযা সেলীমের ইন্তোকালের সংবাদ দেয়। এরপর এক ঘন্টার ভিতর সকল ছাত্রকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে নিকটবর্তী শহরে পৌছাঁনো হয়। এই দুর্ঘটনার সময় আবহাওয়া সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার ছিল। আমরা যে ট্র্যাক বা রাস্তায় যাতায়াত করছিলাম এর নামই হলো নরমাল ট্র্যাক টু পীক। আর রেযা সেলীমের পিতা সেলীম সাহেবও সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, সেখানে স্থানীয় লোকদের সাথে সাক্ষাত হয় আর তারা জানিয়েছে, এটি সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা, কঠিন কোন পথ নয়, আমাদের ছেলে-মেয়েরাও এই পথ অতিক্রম করে থাকে। এছাড়া এক বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি আসেন, তিনিও বলেন যে, আমি প্রতিদিন এখানে ভ্রমণ করতাম। তিনি আরো বলেন, সাধারণত ছোট-বড় সবাই এই পথে যাতায়াত করে। সেখানকার স্থানীয়দের যারাই এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েছে সবাই বলে যে, বাহ্যতঃ এই রাস্তায় কোন ঝুঁকি ছিল না, এটি খোদার ঐশী তক্বদীর বলেই মনে হয়।

যাহোক এই পুরো বিস্তারিত তথ্য আমি এজন্য বললাম কেননা অনেকে ফোনে এবং হোয়াটস্এ্যাপে বা অন্যান্য মাধ্যমে কিছু ভ্রান্ত মন্তব্যও করছেন যে, হয়তো একা বেরিয়ে গিয়েছিল, আবহাওয়া ভালো ছিল না, পুরো ব্যবস্থা ছিল না, সঠিক পোষাক পরিধান করেনি ইত্যাদি। অথচ স্থানীয় পত্রিকাও এই সংবাদ প্রকাশ করেছে যে, তারা প্রয়োজনীয় যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম এবং পোষাক পরিহিত ছিল। অতএব যারা এমন মন্তব্য করে থাকে তাদেরও বিবেক বুদ্ধি খাটানো উচিত। এমন সময় বৃথা মন্তব্য করার পরিবর্তে সহানুভূতি ব্যক্ত করা উচিত। এই ঘটনায় ব্যবস্থাপকদেরও কোন দোষ-ত্রুটি নেই আর অন্য কারোও কোন দোষ-ত্রুটি নেই। আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত একটি সময় থাকে, সেই সময় এসে গেছে, আর পা ফসকে গেছে বা পাথরে হোঁচট খেয়েছে আর মাথা ঘুরে বা যে কোন কারণেই হোক পড়ে গেছে। যাহোক এটিই তকদ্বীর ছিল, আল্লাহ্ তা'লা হয়তো তার জীবন এতটাই নির্ধারিত রেখেছিলেন। অন্যান্য ছাত্র যারা সাথে ছিল তারাও একারণে শোকাভিভূত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও মনোবল এবং দৃঢ়তা দান করুন, তারা যেন দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। স্মৃতি ভোলানো সম্ভব নয় যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি। বন্ধুদের মাঝে আলোচনাও হতে থাকবে। কিন্তু জামেয়ার ছাত্রদের মাঝেও এর ফলে কোন প্রকার নৈরাশ্য সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় এবং কোন ভয়-ভীতিও বিরাজ করা উচিত নয়।

সেলীম জাফর সাহেব লিখেন, সে আমার বড়ই স্নেহের সন্তান ছিল, বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিল। তিনি বলেন, এর মাঝে কয়েকটির কথা আমি উল্লেখ করছি। সবসময় সত্য বলতো, কোন ভুল হলে গোপন করতো না। ভর্ৎসনা বা তিরস্কারের ভ্রুক্ষেপ করতো না। ভুল স্বীকার করা এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তার অভ্যাস ছিল। শিশুদের খুবই ভালোবাসতো। বোনের সন্তানদের প্রতি তার গভীর স্নেহ ছিল। তিনি এতই স্পর্শকাতর ছিলেন যে, তার বোন নিজ সন্তানদের বকা ঝকা করলে নিজেই কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন যে, বাচ্চাদের বকাঝকা করলেই সংশোধন হয়ে যায় না। মুলাকাতের কথা আমি পূর্বেই বলেছি, তিনিও লিখেছেন যে, যখনই মুলাকাত হতো অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমাকে ফোনে অবহিত করতো যে, আজকে হুযূরের সাথে সাক্ষাত হয়েছে আর আমাদেরকেও সেই আনন্দে অংশীদার করতো। তিনিও যেহেতু অফিসে আছেন, বলেন যে, মুলাকাতের পূর্বে অফিসে এসে অবশ্যই নেইলকাটার চাইতো এই বলে যে, ভিতরে যাচ্ছি, মুসাফাহ্ করতে গিয়ে কোথাও আমার নখ না লেগে যায়। কতজন এমন আছে যারা এত সূক্ষ্মতার সাথে কোন বিষয় দেখে বা অনুভব করে। অন্যদের ভালো জিনিস দেখে আনন্দিত হতো। শৈশব থেকেই আমরা যখনই চকলেট বা অন্য কোন জিনিস তার জন্য নিয়ে আসতাম, যদি সেই জিনিসগুলি এক সপ্তাহের জন্য হতো তাহলে প্রথম দিন তার হাতে আসতেই নিয়ে গিয়ে ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করে দিত। জামেয়ায় অধ্যায়নকালেও লন্ডনের বাহির থেকে যারা এসেছে, যাদের জন্য সপ্তাহান্তে ঘরে যাওয়া সম্ভব নয় তাদের সম্পর্কে মাকে বা বোনদেরকে বলতো যে, আমার সাথে বন্ধুরাও আসছেন, তারা আমাদের সাথেই খাবার খাবেন, তাই খাবার প্রস্তুত রাখুন। তাকে যদি হোস্টেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন খাবার জিনিস দেওয়া হতো তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণে হলে তবেই নিয়ে যেত একথা ভেবে যে, তার রুমমেটদের জন্যও যেন পর্যাপ্ত হয় নতুবা রেখে যেতো এবং বলতো যে, আমি লুকিয়ে কিছু খেতে পারবো না। বন্ধুদের কাপড় চোপড়ও অনেক সময় ঘরে নিয়ে এসে বলত যে, এগুলো বন্ধুদের কাপড়, ধুয়ে ইস্ত্রী করে দিন। ভাইবোনদের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। পুরো দায়িত্ববোধের সাথে সবার কাজ করা আর সেবা করা তার রীতি ছিল। তিনি নিজের জন্য নিঃসন্দেহে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতেন, কার্পণ্য বলা উচিত নয়, তবে অপব্যায় করতেন না। কিন্তু অন্যদের জন্য সে উদার হস্ত ছিল। ওসীয়্যতও করেছিলেন, আমি যেভাবে বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার ওসীয়্যত মঞ্জুরও হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খিলাফতের প্রতি আকুল ভালোবাসা ছিল। খিলাফতের বিরোধী কোন কথা শোনা পছন্দ করতেন না। আর কোন বাজে কথা শুনলে নীরব থাকতেন না। এমন কোন কথা শুনলে সে যে-ই

হোক সর্বদা তার চেহারা রক্তিম হয়ে উঠত। যেহেতু খুবই ধৈর্য্যশীল ছিলেন, কখনো কিছু চাইতেন না, তাই তার অভাব বা চাহিদার প্রতি আমাদেরই সজাগ থাকতে হতো। পড়ালেখার সময়, যুক্তরাজ্যের বাইরের ছেলেদের বিশেষ করে ইউরোপ থেকে যারা আসে তাদের ইংরেজীর ক্ষেত্রে সাহায্য করতো। অনেক ছেলেও আমাকে লিখেছে এবং সিনিয়র ছাত্ররাও লিখেছে যে, আমাদের ইংরেজী পরীক্ষার সময় সে অনেক সাহায্য করতো, আমাদেরকে পড়াত এবং বোঝাত। রাগ নামের কিছু তার মাঝে ছিলই না। সর্বদা তাকে হাসিখুশিই দেখেছি। এই কথাটি সবাই লিখেছে। শালীন হাস্যরসে অংশ নিত আর উপভোগও করতো। যথারীতি নামায পড়তো। ওয়াকফে নও তো ছিলই। তার পিতা বলেন যে, ওয়াকফে জিন্দেগী হওয়ার সম্মানও আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। সর্বদা সত্য বলার মাধ্যমে সত্যবাদিতার বৈশিষ্ট্য থেকে নিজের সামর্থ অনুসারে অংশ পেয়েছে। আমার দীর্ঘ বাসনা ছিল যে, সে মুরুব্বী হয়ে জামাতের সেবা করবে। তিনি আমাকেও একথা বলেছেন। আমি তখন তাকে বলি যে, এই ছেলে জামেয়ার পড়ালেখা শেষ করার পূর্বেই মুরুব্বী হয়ে গেছে। আর কিছু ঘটনার আলোকে আমি উল্লেখও করবো যে, তার মাঝে তবলীগ এবং তরবীয়্যতের জন্য কিরূপ একাগ্রতা ছিল। যেভাবে আমি বলেছি, নিঃসন্দেহে এই সফরও সুস্থ্য দেহের জন্যই সে এই সফর অবলম্বন করেছে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটিও একটি ধর্মীয় সফর হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা ক্রমোন্নত করুন, তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে তাকে স্থান দিন। এছাড়া তার পিতা এটিও লিখেছেন যে, একবার ওয়াকফে আরযির জন্য সে ম্যানচেস্টার গিয়েছিল। ফিরে আসার দিন কেউ তার পকেটে একটি খাম দিয়ে দেয়। সে খুলে দেখে যে, তাতে কিছু টাকা রয়েছে। রেযা তখন হাসিমুখে কৃতজ্ঞতার সাথে সেই টাকা ফেরত দেয় এবং বলে যে, আঙ্কেল! এটি গ্রহণ করা আমাদের জন্য নিষেধ। কয়েক দিন পর সেই ব্যক্তিই আমাকে চিঠিও লিখে যে, একটি স্বল্প বয়সের বালক যে মুরুব্বী হচ্ছে, সে এখানে এসেছিল আর আমাদের সবাইকে আশ্চর্যান্বিত করে চলে যায়। তিনি লিখেন যে, যদি এমন সন্তানরা মুরুব্বী হয় তাহলে জামাতে অবশ্যই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আসবে। কেননা তাকে টাকা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে আর অত্যন্ত কষ্ট করে সে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে।

তার মা লিখেন যে, আমার পুত্র পিতা-মাতা এবং জামাতের প্রতি ছিল আনুগত্যশীল। আমার সাথে তার গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এমনিতে তো সব পিতা মাতার সাথেই সন্তানদের ভালোবাসার সম্পর্ক থেকে থাকে কিন্তু তার ভালোবাসার ধরণ ছিল অভিনব। অত্যন্ত যত্নবান, অনুগত এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও খুবই শ্রদ্ধার সাথে কথা বলতো। ছোট বড় সবার সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতো। ঘরের কাজে আমাকে সাহায্য করতো। যখনই ঘরে থাকতো কিছুক্ষণ পরপর জিজ্ঞেস করতো, আপনি কি ক্লান্ত, আমি কি সাহায্য করবো। আমাকে কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখা পছন্দ করতো না আর বলতো যে, আপনার চোখে আমি যেন পানি না দেখি। জামেয়া থেকে আসতেই ঘরের সবাইকে জিজ্ঞেস করতো, পুরো সপ্তাহ সবাই কেমন ছিলেন। গভীর আগ্রহের সাথে সবার খোঁজ খবর নিত। তার বয়স যখন খুব কম ছিল তখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) ইসলামাবাদ গেলে স্কুল থেকে ফিরতেই ছুটে যেত যে, আমি হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি আর একইসাথে তার সাথে ভ্রমণও করবো। ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবা রাবওয়ার অধিবাসীনি, তিনি অসুস্থ্য আর আজকাল এখানেই আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও আরোগ্য দান করুন। সেলীম সাহেবের পরিবারের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। সেলীম রেযা বলতো যে, আমি তার জন্য অনেক দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য সেলীম রেযার দোয়া গ্রহণ করুন। তিনি আরো লিখেন যে, জুমুআর দিন আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার ঘরে অনেক মানুষ আসছে আর অনেক ছবি নেওয়া হচ্ছে। আমি গভীর দুশ্চিন্তার সাথে জেগে উঠি আর আমার স্বামীকে বলি যে, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি যার কারণে আমি খুবই ভীত। এই স্বপ্নের অর্থ আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না, আপনি সকালেই সদকা দিন। তিনি বলেন, অফিসে গিয়েই সদকা দিয়ে দিব। কিন্তু তার পূর্বেই এই দুঃখজনক সংবাদ আসে। তার মা বলেন, যখনই আমি তাকে কোন কাপড় কিনে দিতাম সে আনন্দের সাথে তা পরিধান করতো এবং খুব প্রশংসা করতো। আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্যে অনেক অগ্রগামী ছিল। কেউ তাকে একবার আমন্ত্রণ করলে ভুলতো না আর যখনই তার সাথে সাক্ষাৎ হতো বা কেউ ইসলামাবাদ আসলে তাৎক্ষনিকভাবে ঘরে এসে বলতো যে, অমুক অমুক ব্যক্তিরা এসেছেন, খাবার রান্না করুন এবং তাদেরকে খাওয়ার দাওয়াত দিন।

তিনি আরো লিখেন যে, সফরে যাওয়ার পূর্বে ফোনে আমাকে উর্দূ লেখা শিখাতে থাকে এবং বলে যে, আপনাকে অন্যান্য ভাই বোনদের খবরাখবর নিতে হয়। তাই আপনি নিজেই আমাকে উর্দূতে লিখুন আর আমি স্বয়ং আপনাকে উত্তর দিব। তিনি বলেন, আমি যে নসীহতই করেছি তা পুরোপুরি মেনে চলার চেষ্টা করতো আর নিজ বন্ধুদেরকেও সে একই কথা বলেছে। খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক ছিল, জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষুদ্র নির্দেশও মেনে চলার চেষ্টা করতো। তার মা বলেন, একবার আমাকে বলে যে, আমার ইচ্ছা হয় যেন খুব ভালো মুরুব্বী হয়ে জামাতের অনেক তবলীগ করতে পারি। আমি এত আহমদী বানাতে চাই যা দেখে আমার প্রতি আপনার গর্ব হবে।

তার বোন রাফিয়া সাহেবা বলেন, সে আমাদের বড়ই স্নেহের ভাই ছিল। যদিও ছোট ছিল কিন্তু তার চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত গভীর। ছোট হয়েও সবার প্রতি যত্নবান ছিল। সকল বয়সের মানুষের সাথে তাদের বয়স অনুপাতে কথা বলতো। আজ পর্যন্ত কারো মনে সে আঘাত করেনি। সব কথা ভদ্রতার সাথে শুনতো এবং সশ্রদ্ধ উত্তর দিত।

ইসলামাবাদে কাজ করার জন্য যেসব কর্মী যেত, পূর্বে সেখানে মেরামতের অনেক কাজ হতো বা লাজনা হল নির্মাণাধীন অবস্থায় তাদের দেখাশুনা করা, চা পৌঁছানো বা অন্যান্য খাদ্য পানীয় সরবরাহ করা ইত্যাদি কাজের জন্য সবসময় তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকতো। আর সবাই বলতো যে, কেবল এই ছেলেটিই আমাদের খবরাখবর রাখে।

তার ভাই আসাদ সেলীম সাহেব বলেন, খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিল। সোজা ও পরিষ্কার কথা বলতো। সম্প্রতি আমরা তাকে একটি নতুন গাড়ি কিনে দিয়ে সারপ্রাইজ দিই। তার ভাই ভালো চাকরি করেন, তিনি ছোট ভাইকে গাড়ি কিনে দিয়েছেন। রেযা সর্বপ্রথম এই গাড়ি সম্পর্কে যা জিজ্ঞেস করে তা হলো এর মূল্য কত, এবং বলে যে, মুরুব্বী হিসেবে আমার সাদামাটা জীবন যাপন করা উচিত, আর বেশি দামী জিনিস নেওয়া উচিত নয়।

তার বোন আমাতুল হাফিয সাহেবা লিখেন, তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো কারো সমালোচনা শোনা পছন্দ করতো না। আর তার একটি গুণ হলো মানুষের নেতিবাচক চিন্তা-ধারাকে ইতিবাচক ধারণায় পরিবর্তন করে দিতো। তার কথা ছিল, মানুষের ভালো গুণাবলীর ওপর আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত, তাদের দোষ ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করার পরিবর্তে তাদের জন্য দোয়া করা উচিত। তার সরলতার একটি দৃষ্টান্ত হলো মা ঈদে তার জন্য নতুন কাপড় ক্রয় করলে সেই কাপড় পরেসে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হতো যে, এই কাপড়ে কোথাও আবার অপ্রয়োজনীয় কৃত্রিমতা বা লোক দেখানো ভাব না প্রকাশ পায়। তাই কোন পুরোনো কাপড় বা জ্যাকেট ইত্যাদি সেই নতুন কাপড়ের ওপর পরে নিতো।

জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষক কুদ্দূস সাহেবও সাথে ছিলেন এই সফরে। তিনি বলেন যে, আশৈশব আমি তাকে জানি। রেযা সেলীম যখন জামেয়ায় ভর্তি হয় তখন আমি শাহেদ ক্লাসের ছাত্র ছিলাম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তার সাথে মাত্র এক বছরই কাটিয়েছি। কিন্তু খোদ্দামুল আহমদীয়ার তরবীয়তি ক্লাস, ইজতেমা এবং জলসা সালানায় এক সাথে ডিউটি করার সৌভাগ্য হয়েছে। খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেবও আমাকে বলেছেন যে, সে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমার সময় প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে বিভিন্ন ছেলেদের সাথে ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করতো। কুদ্দূস সাহেব লিখেন যে, স্নেহের রেযা সেলীমের ডিউটি হাইজিন বিভাগে হতো। এখানে হাইজিন বলা হয় । শব্দটি বেশ সুন্দর নির্বাচন হয়েছে। অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিভাগ। কিন্তু কখনো সে একথা বলেনি যে, আমার ডিউটি এই বিভাগে কেন দেওয়া হলো বরং কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং অবিচলতার সাথে সে এই দায়িত্ব পালন করতো। তিনি আরো বলেন,জামেয়াতে আমার শিক্ষকতারও সুযোগ হয়েছে। সে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। ক্লাসে সবার আগে মনোযোগ সহকারে বসতো। সর্বদা হাসিমুখে কথা বলতো। সে কোন সময় রাগ প্রকাশ করেছে বলে আমার মনে পড়ে না বরং সবসময় অন্যদের সাহায্যের চেষ্টায় থাকতো। ক্রিকেটের প্রতিও আগ্রহ ছিল। কিন্তু স্কোর ইত্যাদি দেখতে হলেও সর্বদা শিক্ষকের অনুমতি নিয়েই ক্লাস থেকে যেত। তিনি বলেন, এই হাইকের সময় একটি রাত আমরা কাঠের ঘরে কাটিয়েছি যার গোসলখানার দরজায় ছিটকিনি ছিল না। সবাই তাকে বলে যে, তুমি দরজায় দাঁড়িয়ে থাক। সে

সানন্দে এই ডিউটি পালন করে আর এটিও বলে যে, রাতে যদি কারো যেতে হয় তাহলে তখনও আমাকে নিঃসংকোচে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিও। এই হাইকিংয়ের পর নিজ সহপাঠী জাফরের সাথে ক্রোয়েশিয়া যাওয়ার কথা ছিল তার। হাইকিংয়ের সময় জাফরের চোখে আঘাত আসে। তখন সে বারবার দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে এবং বলে যে, হাইক থেকে নীচে গিয়েই ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা হাসপাতালে তোমার চেকআপ করাব। তিনি লিখেন যে, রেযা সেলীম খুবই নিষ্ঠাবান এক ওয়াকেফে জিন্দেগী ছিলেন। পরিশ্রমী, অবিচল, সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করা ছিল তার উন্নত বৈশিষ্ট্য।

অনুরূপভাবে জামেয়ার আরেকজন শিক্ষক জহীর খান সাহেব লিখেন, গত দু'বছর থেকে রেযার ক্লাসকে পড়ানোর তৌফিক পাচ্ছিলাম। আমি এই যুবকের মাঝে যে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এটি দেখেছি তা হল তার ওপর যে কাজের দায়িত্বই ন্যাস্ত করা হতো, সে কঠোর পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং দায়িত্ববোধের চেতনা নিয়ে তা পালন করতো। অনেক সময় দেখি যে, সেই কাজে নিয়োজিত অন্য ছাত্ররা এদিক সেদিক চলে গেলেও সে একাই সেই কাজ করে চলেছে। আর যতক্ষণ কাজ শেষ না হতো সে নিজ সাধ্য অনুসারে সেই কাজে লেগে থাকতো। রেযা সেলীমের একটি আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হলো সে কখনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো না। যখনই কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো সচরাচর তা পাশ্চাত্যে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের ওপর যে সব আপত্তি হয় সে সংক্রান্ত প্রশ্ন হতো। আর অনেক সময় বলতো যে, তার কোন অ-মুসলিম বা অ-আহমদী বন্ধুর সাথে কথা হয়েছে এবং সে এই প্রশ্ন করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'লা তার হৃদয়ে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের সুরক্ষা এবং এর বিরুদ্ধে উত্থিত আপত্তি খন্ডনের জন্য এক স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। তিনি বলেন, স্নেহের রেযা দু'একবার আমার সাথে গাড়িতে বসে। সে লিফট নিয়েছিল। সেই সময় দু'বার তার ইউএসবি স্টিক পকেট থেকে গাড়িতে পড়ে যায় আর তাতে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তকের অডিও রেকর্ড ছিল, কোন আজে বাজে জিনিস থাকতো না তার ইউএসবি-তে।

অনুরূপভাবে জামেয়ার শিক্ষক সৈয়্যদ মাশহুদ আহমদ সাহেব লিখেন, সে টিউটোরিয়াল গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পড়াশুনার পাশাপাশি বুদ্ধিগত এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়ও গভীর আগ্রহ ছিল। তার সাধারণ জ্ঞান অন্যান্য ছাত্রের তুলনায় অনেক ভালো ছিল। অনুরূপভাবে তিনি বলেন যে, গত বছর বয়াতবাজি (অন্তাক্ষরী) অর্থাৎ কবিতা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য রেযা প্রায় পাঁচশ'র বেশি পঙক্তি মুখস্থ করে। আর এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, পঙক্তি মুখস্থ করার পূর্বে, শুধু মুখস্থই করতো না বরং এর বিষয়বস্তুও বোঝার চেষ্টা করতো আর এর জন্য সিনিয়র ছাত্র এবং শিক্ষকদেরও সাহায্য নিত। তিনি আরো লিখেন, রেযা সেলীমের তবলীগের প্রতি গভীর আগ্রহ ও একাগ্রতা ছিল। গত বছর ওয়াকফে আরযীর জন্য তাকে ওলভার হ্যাম্পটন জামাতে পাঠানো হয়। সেখানে লিফলেট বিতরণ করা ছাড়াও স্থানীয় জামাতের সদস্যদের সাথে বেশ কিছু তবলীগি স্টলও সে করেছে। সেই সময় এক ইংরেজের সাথে তার সাক্ষাত হয় যে খুবই সক্রিয় খ্রিস্টান ছিল। রেযা হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর গবেষণার আলোকে সেই ব্যক্তিকে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ থেকে মুক্তি লাভ এবং কাশ্মীরের দিকে হিজরতের কথা অবহিত করলে সে খুবই আশ্চর্য হয়। এরপর সে তাকে মসজিদও ঘুরে দেখায় এবং তাকে আমন্ত্রণ জানায়। আর এর পরেও তার সাথে স্থায়ী তবলীগি যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। অনুরূপভাবে স্থানীয় জামাত ইসলামাবাদ ও জামেয়া আহমদীয়ার সাথে লিফলেট বিতরণ এবং তবলীগি স্টলের জন্য সবসময় সোচ্চার থাকতো। গত বছর তার ক্লাসের এবং জামেয়ার কিছু ছাত্র গ্রীষ্মে স্পেন গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম যে, সেখানে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার লিফলেট বা প্যাম্ফলেট বিতরণ করবে আর আল্লাহ্‌ তা'লার ফযলে এই গ্রুপ সেখানে পঞ্চাশ হাজার পাঁচ শত লিফলেট বিতরণ করে।

অনুরূপভাবে জামেয়ার শিক্ষক মনসুর জিয়া সাহেব লিখেন, সে খুবই শান্ত শিষ্ট প্রকৃতির ছাত্র ছিল। আমি তাকে কখনো ভ্রু কুঞ্চিত করতে দেখিনি বা রাগের কোন লক্ষণ দেখিনি। খিলাফত এবং জামাতী বিশ্বাস সম্পর্কে কেউ অযথা কোন আপত্তি করলে তার চেহারায় রুষ্ঠ হওয়ার লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখেছি। তিনি আরো লিখেন, এসব কথা এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, তার প্রকৃতি খিলাফতের জন্য গভীর ভালোবাসা এবং আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি বলেন, খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পৃক্ততার এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের এটি আরও একটি দৃষ্টান্ত। যখনই ক্লাসে খলীফাতুল মসীহ্‌র খুতবার কথা বলতাম আর খুতবার প্রেক্ষাপটে কিছু জিজ্ঞেস করতাম তখন অনেক কথা তার মুখস্থ থাকতো। সে মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনতো। এরপর তিনিও একই কথা বলেছেন যা অন্যরাও লিখেছে যে, আমি দেখেছি তার মাঝে তবলীগের গভীর একাগ্রতা ছিল। সোশাল মিডিয়াতে অ-আহমদীদের তবলীগ করা তার এক রীতি ছিল। শিক্ষকদের দিক নির্দেশনায় কঠোর পরিশ্রম করে সে অ-আহমদীদের আপত্তি সমূহের যুক্তিযুক্ত উত্তর দিত।

তার এক সহপাঠি সফির আহমদ লিখেন যে, আমার সম্পর্ক বেলজিয়ামের সাথে। সে জানতো যে, আমি সপ্তাহান্তে বাসায় যাই না তাই উইক এন্ডে সবসময় তার ঘরের রান্না করা খাবার খাওয়ানোর জন্য আমাকে সাথে নিয়ে যেত। অনুরূপভাবে আমাদের ইংরেজি যেহেতু দুর্বল তাই ইংরেজি পরীক্ষার সময় বোঝানোর মাধ্যমে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করতো।

অনুরূপভাবে শাহ্‌যেব আতহার লিখেন যে, খুবই বিনম্র, অন্যদের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতকারী ব্যক্তি ছিল। সব সময় অপরের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকা তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বলেন, আমাদেরকে ওয়াকফে আরযীর জন্য পাঠানো হলে আমরা বাজারে তবলীগি স্টল লাগাই। তখন দুইজন খ্রিস্টান ব্যক্তি আসে। রেযা খুবই সুন্দরভাবে তাদের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছায়। মরহুমের জ্ঞান খুব ব্যাপক ছিল আর তবলীগের প্রেরণায় সমৃদ্ধ ছিল। কখনো ক্রোধের সুরে কথা বলতো না। ছেলেদের একত্রিত করে অন্যান্য বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা নিত। তিনি বলেন,আমার একটি ঘটনা মনে আছে। ২০১৪ সনের আগস্টে ওয়াকফে আরযীর সময় আমি ও রেযা সেলীম মরহুম তবলীগি স্টল লাগাই। যাওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে ব্রিটেন ফাস্টের সদস্যরা আসে। এরা ইসলাম বিরোধী। তারা তখন লিফলেট বিতরণ করছিল। আমাদের কাছে পৌঁছে এরা রেযা সেলীমকে রুষ্ঠ স্বরে প্রশ্ন করতে থাকে, কিন্তু তিনি ধৈর্য্য এবং বিনম্রতার সাথে সব প্রশ্নের উত্তর দেন। অবশেষে তারা জানতে পারে যে, এরা সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা কট্টর পন্থী।

অনুরূপভাবে তার সাথের আরেক জন জামেয়ার ছাত্র যাফের বলেন, ক্লাসরুমে তার সাথে বসেছিলাম। হঠাৎ সে মার্কার হাতে নিয়ে বলে যে, যাফের! আমরা জামেয়ায় অনেক সময় নষ্ট করছি, এবং টাইম টেবিল লেখা আরম্ভ করে আর ফ্রি টাইমকে হাইলাইট করে বলে যে, এই সময়েও আমাদের কিছু না কিছু করা উচিতএবং সময় নষ্ট না করে কাজে লাগানো উচিত।

অনুরূপভাবে অবসর সময়ে সে শিক্ষকদের সাথে বসে বিভিন্ন বিষয় পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এরপর যে ছেলের চোখের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, যার চোখে সামান্য আঘাত আসে, তিনি বলেন, আমার সামান্য আঘাত লাগে আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বারবার এসে বলতে থাকে যে, যাফের!নীচে পৌঁছেই আমরা হাসপাতাল যাব যেন তোমার সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব হয়। তিনি আরো বলেন, দুর্ঘটনার পূর্বে পাহাড় থেকে নীচে নামার সময় কোন জায়গায় আমার পা ফসকে গেলে মরহুমের আমার জন্য খুবই চিন্তা হতো আর বলতো যে, সাবধানে এগোও। অনুরূপভাবে তিনি বলেন, গত বছর হাইকিংয়ের সময় উচ্চতাজনিত কারণে আমার কষ্ট হয়, যাকে বলা হয় এল্টিচিউড সিকনেস। তখন সে বারবার আমাকে আশ্বস্ত করতো আর জিজ্ঞেস করতো যে, আমি কেমন আছি কিন্তু এটি জানতো না যে, আল্লাহ্‌ তা'লার ইচ্ছা ভিন্ন ছিল। এরপর উইকএন্ড থেকে ফিরে আসার সময় সর্বদা জামাতের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি হতো সেগুলো মনে করে আসতো এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে উত্তর জেনে নিত।

অনুরূপভাবে জামেয়ার আরেক ছাত্র হাফেয তাহা বলেন, খিলাফতের জন্য সে ছিল নিবেদিত প্রাণ। যুগ খলীফার প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতো। খলীফায়ে ওয়াক্ত বা নিযামের বিরুদ্ধে কারো কোন কথা সহ্য করতো না। একবার কোন এক ব্যক্তি, যে জামাত থেকে দূরে চলে যায়, খিলাফত সম্পর্কে কোন বাজে কথা বললে রেযা তাকে বলে যে, আমি তোমার সব কথা সহ্য করতে পারি কিন্তু খিলাফত সম্পর্কে বা খিলাফতের বিরুদ্ধে কোন কথা আমি সহ্য করতে পারি না।

এরপর আরেকজন ছাত্র দানিয়াল লিখেন যে, গত বছরের হাইকিংয়ের পর আমরা হাফিয এজাজ সাহেবের কাছ থেকে হাইকিং সংক্রান্ত বিষয়াদি শিখছিলাম এবং পরবর্তী হাইকিংয়ে যাওয়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম। সে তখন খুবই আনন্দিত ছিল আর আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে ফোনে ভিডিও করে পাঠাচ্ছিলাম। সে আমাদের সবসময় আনন্দিত রাখার চেষ্টা করতো। তার চেষ্টা থাকতো যেন সময় নষ্ট না হয়। প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন কোন পুস্তক

পাঠ করতো। রীতিমত তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা ছিল আর বন্ধুদের বলতো যে, তাহাজ্জুদের সময় যদি সে ঘুমন্ত থাকে তাহলে তাকে যেন অবশ্যই জাগিয়ে দেওয়া হয়। জামেয়ার পড়ালেখার পাশাপাশি জাগতিক জ্ঞান অর্জনেরও গভীর আগ্রহ ছিল। সাধারণ জ্ঞান এবং কবিতা প্রতিযোগিতার প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং তাতে অংশ নিত।

অতএব এমনই আরো বহু ঘটনা মানুষ তার সম্পর্কে লিখেছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার প্রিয়দের মাঝে স্থান দিন। যেভাবে আমি বলেছি, এই ছেলেটি জামেয়া পাশ করার পূর্বেই উত্তম মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগ ছিল। খিলাফতের জন্য অশেষ আত্মাভিমান রাখতো। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর বিভিন্ন জামেয়ার সকল ছাত্রদের তৌফিক দিন তারাও যেন নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী থাকে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনকারী হয়। স্নেহের রেযার বন্ধুরা যেন কেবল তার গুণাবলীই বর্ণনা না করে বরং বন্ধুত্বের দাবি হলো তারা যেন তার গুণাবলী ধারণ করে নিজেদের সকল শক্তি ও সামর্থ্য ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করে। আর আমারও এবং ভবিষ্যতে আগত খলীফাদেরও যেন সর্বদা সর্বোত্তম সাহায্যকারী এবং সুলতানে নাসীর লাভ হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা তার পিতা মাতা এবং ভাইবোনদেরও আন্তরিক প্রশান্তি দান করুন। আর খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে যে ধৈর্য্য তারা প্রকাশ করেছেন এর ওপর যেন সবসময় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন আর খোদার কৃপাবারি যেন লাভ করতে পারেন।আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতের সকল পরীক্ষা এবং সমস্যা থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্তা'লা জানাযা হাযের হবে। আমি বাইরে গিয়ে জানাযা পড়াব, বন্ধুরা এখানেই সারিবদ্ধ থাকবেন।

একের পাতার পর.....

কোন সন্দেহ না থাকে এবং তাহারা খোদার সুস্পষ্ট মো'জেযাসমূহের অস্বীকারকারী না হয়। নতুবা আল্লাহ তা'লা বলেন, إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

(সূরা আন নিসা, আয়াত: ১৪৬) অর্থাৎ মোনাফেকদিগকে দোযখের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করা হইবে। হাদীস শরীফে ইহাও আছে যে,

مازنازانٍ وهو مؤمن وماسرق سارق وهو مؤمن

*অর্থাৎ কোন ব্যভিচারী ব্যভিচারের অবস্থায় এবং কোন চোর চুরির অবস্থায় মোমেন হয় না। তাহা হইলে মোনাফেক মোনাফেকীর অবস্থায় কীভাবে মোমেন হইতে পারে? যদি এই বিধান সত্য না হয় যে, কাহাকেও কাফের বলিলে মানুষ নিজেই কাফের হইয়া যায় তবে তোমাদের মৌলবীদের ফতোয়া আমাকে দেখাইয়া দাও আমি গ্রহণ করিয়া লইব। কিন্তু যদি কাফের হইয়া যায় তবে দুইশত মৌলবীর কুফরী সম্পর্কে তাহাদের নামে নামে একটি ইশতেহার প্রকাশ করিয়া দাও। ইহার পর তাহাদের ইসলামের সন্দেহ করা আমার জন্য হারাম হইবে। অবশ্য ইহার জন্য শর্ত এই যে, তাহাদের মধ্যে কোন মোনাফেকীর স্বভাব থাকা উচিত হইবে না।

টীকা:ঃ এখানে যালেমের অর্থ কাফের। ইহা দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, খোদার নামে মিথ্যা বানাইয়া বলার মোকাবেলিয়া অস্বীকারকারী আল্লাহা তা'লার কিতাবকে যালেম সাব্যস্ত করিয়াছে এবং নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি খোদা তা'লার কালামকে অস্বীকার করে সে কাফের। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে মানে না সে আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়া আমাকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছে। এইজন্য আমাকে কাফের বলার দরুন সে নিজেই কাফের হইয়া যায়।

টীকাঃ সহী বোখারীতে এই অর্থের রেওয়াত এইভাবে বর্ণিত আছেঃ

لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن

" কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে না মোমেন হওয়া অবস্থায় এবং চুরিও করে না মোমেন হওয়া অবস্থায়।"

টীকাঃ আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, কাফেরকে মোমেন আখ্যা দিলে মানুষ কাফের হইয়া যায়। কেননা, যে-ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কাফের সে তাহার কুফরী অস্বীকার করে। আমি দেখিতেছি, যে-সকল লোক আমার উপর ঈমান আনে না তাহাদের সকলে এইরূপ ব্যক্তি যাহারা ঐ সকল লোককে মোমেন মনে করে যাহারা আমাকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছে। অতএব আমি এখনো আহলে কেবলাকে কাফের বলি না। কিন্তু নিজেদের হাতেই নিজেদের দরুন যাহারা কাফের হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে আমি কীভাবে মোমেন বলিতে পারি?

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২,পৃষ্ঠা-১৬৭-১৬৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অধ্যায়ন করুন

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেনঃ

" বর্তমানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অধ্যায়ন করার দিকে মনোযোগ দেওয়া এবং এর থেকে লাভবান হওয়া উচিত। যা আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী থেকে পাই সেগুলিও কুরআন করীমের তফসীর ও ব্যাখ্যা।.....তাঁর পুস্তকাবলী অবশ্যই পড়া দরকার। এই পুস্তকাবলী থেকেই আমরা যুক্তি ও দলিল পেয়ে থাকি, মানুষের বিভিন্ন আপত্তির উত্তর দিয়ে থাকি.....এগুলি অধ্যায়নের ফলে আমরা বিরোধীদের আপত্তির উত্তরও দিতে সক্ষম হব এবং এর পাশাপাশি কুরআন করীমের জ্ঞান থেকে মারেফাত অর্জন করতে পারব।"

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২রা জুলাই, ২০০৪)

বন্ধুরা জামাতে আহমদীয়া ওয়েবসাইট **www.alislam.org** থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর অডিও ডাউনলোড করে শুনতে পারেন।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া)

সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করা উচিত।

কুরআন: আর তাদের পরে যারা এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেসব ভাইকেও (ক্ষমা কর), যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে, আর মু'মিনদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল (ও) বার বার কৃপাকারী। ' (সূরা আল্ হাশর: ১১)

হাদীস: হযরত আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রসূল করীম (সা.) বলতেন, কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য কোন মুসলমান ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফিরিশতা নিযুক্ত থাকে যখন ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দোয়া করে, তখনই ঐ নিযুক্ত ফিরিশতা বলেন, আমীন, তোমরা জন্যও অনুরূপ (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা: ইসলাম মানবতার ধর্ম, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার ধর্ম। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হল, এক মু'মিন নিজের পাপের ক্ষমা প্রার্থনার সাথে অন্যান্য মু'মিনের কল্যাণের জন্য যেন দোয়া করে। প্রথমত: দোয়া হৃদয়ের গহিন হতে সৃষ্ট ব্যকুলতার নাম। অপরজনের দুঃখ-কষ্ট ও মুক্তির ভাবনা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তাকে আপন মনে করা হয়। আর এরূপ ভাবা তখনই সম্ভব যখন হৃদয়ে মানবপ্রেম জায়গা করে নেয়। ইসলাম শুধু কোন ব্যক্তির মুক্তির কথাই বলে না, বরং তার আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য মানুষের মুক্তির কথাও বলে। তাই কুরআন বলে, শুধু নিজের জন্যই ইস্তিগফার ও ক্ষমা চাওয়া নয় বরং অন্যান্যদের জন্যও ইস্তিগফার কর।

হাদীসটিতে অনুপস্থিত ভাইদের জন্য দোয়া করার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন, অপরের জন্য দোয়া করলে তা তোমার পক্ষেও কবুল হবে। অর্থাৎ ইসলাম স্বার্থপর হওয়াকে অপসন্দনীয় বলে চিহ্নিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে অপরের জন্য খোদমুখী হওয়া, হেদায়াত পাওয়ার বাসন পোষণ করা ও তার কল্যাণ পাওয়ার কামনা করা খোদার আশীসকে আকর্ষণ করে। আমাদের নবী (সা.)-এর জীবনে এ বিষয়টিকে আমরা অতি-মাত্রায় লক্ষ্য করে থাকি। এমনকি আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন, "তুমি কি তাদের জন্য নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

আজ বিশ্বের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সকলের উচিত, আমরা যেন সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করি। আর এরূপ করা যেখানে সারা বিশ্বের জন্য মঙ্গলের কারণ হবে এবং আমরাও কল্যাণমন্ডিত হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তওফীক দান করুন, আমীন।

ব্যাখ্যা ও সংকলন: আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

দুইয়ের পাতার পর.....

পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে। অর্থাৎ মহিলার মাধ্যমে জান্নাতের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এই কারণে নারী হল সেই সত্তা যে সন্তান-সন্ততির সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে সমাজের কল্যাণকর ও সক্রিয় সত্তায় পরিণত করে। তাদেরকে এমন শিক্ষা প্রদান করা হয় যে তারা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং ভাঙচুর প্রদর্শনের পরিবর্তে দেশ ও জাতির জন্য একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালনকারী হয়, দেশের অগ্রগতিতে অংশগ্রহণকারী হয়। অতএব ইসলামে এই মর্যাদা নারীজাতিকে দেওয়া হয়েছে। পুরুষজাতিকে সন্তানের তরবীয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় নি যার ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ে সমাজের অংশ হয়ে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসার করবে। অতএব ইসলামী শিক্ষার মধ্যে নারীর মর্যাদার এটি সৌন্দর্য্য যার আভাস আমি আপনাদের সম্মুখে প্রকাশ করলাম।

(ক্রমশঃ.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 20th Oct, 2016 Issue No. 33

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

মহান আল্লাহ্: সমস্ত ধর্মমতের মূল বিষয়

সৌজন্যে: Ahmadiyyabangla.org

বিশ্বজগতের সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছেন নিরাকার মহান আল্লাহ। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। তিনি সর্বস্রষ্টা, জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ও সর্বশক্তিমান। তিনি সদা সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। সকল প্রশংসার একমাত্র অধিকারী তিনিই, সমস্ত উত্তম গুণ তাঁরই। তাঁর তুলনা একমাত্র তিনিই। তিনি সবচেয়ে বেশী প্রকাশ্য, একইসাথে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। তিনি স্বয়ং মানুষের কাছে ধরা না দিলে মানুষ তাঁকে চিনতে পারে না। এ উদ্দেশ্যে তিনি মানুষের মাঝ থেকে শ্রেষ্ঠ মানবদের বেছে নিয়ে যুগে যুগে তাঁদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই মনোনীত নবী-রসূলের মাধ্যমেই মানুষ তাঁর সন্ধান পেয়েছে।

মানুষের কাছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আল্লাহ নিজেকে যতটুকু প্রকাশ করতে পারেন এর সবটুকু তিনি প্রকাশ করেছেন মানব শ্রেষ্ঠ নবীকুল-শিরমনি খাতামান নবীঈন হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর কাছে। মহানবী (সা.) -এর মাধ্যমে প্রেরিত সম্পূর্ণ ও সর্বশেষ শরীয়ত গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ স্বয় নিজের যে পরিচয় দিয়েছেন তাঁর সেই পরিচয়ই হচ্ছে সবচেয়ে স্বচ্ছ ও সঠিক। মহান আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেনঃ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-জগতের একমাত্র প্রতিপালক-প্রভূ আল্লাহ্‌র। যিনি অযাচিত অসীম দানকারী, পরম দয়াময়। বিচার দিবসের মালিক।

(সূরা ফাতেহা: ২-৪)

এরপর সূরা বাকারায় এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'লা নিজের সম্বন্ধে বলেছেনঃ

"আল্লাহ তিনি-যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনাদাতা তিনি নিজ সত্তায় স্থায়ী অপরকে স্থিতি দাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-ই আছে সবই তাঁর। কে সে যে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে! এদের সামনে এবং এদের পিছনে যা আছে সবই তিনি জানেন। এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া এরা তাঁর জ্ঞানের কিঞ্চিত পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবী ব্যপৃত। এবং এই উভয়ের রক্ষণাক্ষেণ তাঁকে মোটেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে না। আর তিনি অতি উচ্চ, অতিব মহান। (সূরা বাকারাঃ ২৫৬)

কুরআন শরীফের আরেক স্থলে নিজের একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব তিনি নিজেই ঘোষণা করে বলেছেনঃ

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর তিনিই আদি-স্রষ্টা। যেক্ষেত্রে তাঁর কোন স্ত্রী-ই নাই, সেক্ষেত্রে তাঁর সন্তান হয় কীভাবে। আর তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত। এই হলেন তোমাদের প্রতিপালক-প্রভু আল্লাহ্ । তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই, প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা তিনি। অতএব তোমরা তাঁর উপাসনা কর। এবং তনি প্রত্যেক বিষয়ে তত্বাবধায়ক। দৃষ্টি তাঁর নাগাল পেতে পারে না কিন্তু তিনি দৃষ্টির মাঝে ধরা দেন। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। " (সূরা আনআমঃ ১০২-১০৪)

সমস্ত গুণের আধার মহান আল্লাহ সূরা হাশরের শেষভাবে নিজগুণাবলী সম্পর্কে নিজেই ঘোষণা দিয়ে বলেছেন:

"তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত। তিনি অযাচিত অসীম দানকারী, পরম দয়াময়। তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি সর্বাধিপতি, অতিব পবিত্র, সমস্ত শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস, পূর্ণ নিরাপত্তাদাতা, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহা পরাক্রমশালী, প্রবল-প্রতিবিধায়ক, অতিব গরিয়ান। তারা যা শেরক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ যিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আদি সুনিপুন স্রষ্টা, সর্বোত্তম আকৃতিদাতা, সমস্ত সুন্দর নাম একমাত্র তাঁরই। আকাশ এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে সবই তাঁর গুণ ও পবিত্রতা ঘোষণা করছে। এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। " (সূরা হাশরঃ ২৩-২৫)

অতএব মহান আল্লাহ তা'লাকে তাঁরই বর্ণিত পবিত্র গুণাবলী ও এসবের বিকাশের মাধ্যমে চেনা যায়। মানব স্বভাবে যেসব গুণাবলী প্রথিত আছে এগুলো মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলীরই কিঞ্চিত প্রতিফলন। এসব গুণ যে স্বর্গীয় বা ঐশী গুণাবলীর প্রতিবিম্ব মানবাত্মা একথার সাক্ষ্য দেয় ও গভীরভাবে অনুভব করে।

আদম সন্তানের মধ্যে মহান আল্লাহ তা"লা তাঁর ঐশী গুণাবলীর ছিঁটেফোটা দান করেছেন যেন তারা এর মূল উৎসকে চিনতে পারে এবং সেই মহান ঐশী অস্তিত্বের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে।

মহানবী (সা.) বলেছেনঃ

আল্লাহ তা'লা রহমান, পরম দয়ালূ। তাঁর রহমতের ১০০টি ভাগ রয়েছে। এর মাত্র একটি ভাগ তিনি সৃষ্টি জগতে বন্টন করেছেন। আর অবশিষ্ট ৯৯ ভাগ রহমত তিনি নিজের কাছে রেখেছেন যা দিয়ে পরকালে তিনি বান্দাদেরকে নাজাত দান করবেন। (মাসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২২৬০৫)

আল্লাহ তা'লার অসংখ্য গুণবাচক নাম রয়েছে। একটি হিসেব এ গুণবাচক নামের সংখ্যা ৯৯টি। তাঁর মূল নাম হচ্ছে 'আল্লাহ' বাকি তাঁর সমস্ত গুণ-প্রকাশক নাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো, আল্লাহ্ যেমন অবিনশ্বর ঠিক তেমনি তাঁর সমস্ত গুণ অক্ষয়, অমর। তাঁর কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য অতীতেও অচল বা রহিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। তিনি অতীতে যেমন দয়ালু ছিলেন আজও তেমনি দয়ালু এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। ঠিক তেমনি তিনি তাঁর প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্তদের সাথে পূর্বে যেমন কথা বলতেন তেমনি আজও কথা বলেন এবং ভবিষ্যতেও বলবেন। তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে এর মাধ্যমে অকাট্যভাবে নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ তুলে ধরেন।

আল্লাহ্ তা'লার জীবন্ত অস্তিত্বের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ হল 'দোয়ার কবুলিয়াত'। অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দাদের কাতর হৃদয়ের প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং তার ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার সাথে ইতিবাচক এক আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নিজেই দোয়ার পথ উন্মুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন:

তোমরা আমাকে ডাকার মত ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (আল মুমিনঃ ৬১)

দোয়া ও দোয়া কবুলের দর্শনটি হল ধর্মের প্রাণ বা মূল কথা। এটি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ।

এযুগে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ণ প্রেমিক ও অনুসারী হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) পুণরায় জগদ্বাসীর সম্মুখে এ অমূল্য গুপ্তধনের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সেই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এক স্থলে তিনি বলেনঃ

"আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য গুণের অধিকারী কিন্তু কেবল সে ব্যক্তিই তা দর্শন করতে পারে, যে সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তাঁর অসীম শক্তিতে বিশ্বাসী নয় এবং তাঁর খাঁটি ও বিশ্বস্ত সেবক নয়, তাকে তিনি সেসব আশ্চর্য লীলা প্রদর্শন করেন না। কত হতভাগ্য সে ব্যক্তি যে আজও জানে না, তার এমন এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান! আমাদের খোদা-ই আমাদের বেহেশত। আমাদের খোদার মাঝে আমাদের পরম আনন্দ নিহিত। কেননা আমি তাঁকে দর্শন করেছি এবং সকল প্রকার সৌন্দর্য্য তাঁর মাঝে প্রত্যক্ষ করেছি। প্রাণের বিনিময়ে হলেও এই সম্পদ লাভ করার যোগ্য। এ মণি ক্রয় করতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যও ব্যয় হয়, তবু তা ক্রয় করা উচিত। হে বঞ্চিত ব্যক্তিরা! এ ঝরণার পানে ছুটে এস, এটি তোমাদের পরিতৃপ্ত করবে। এ যে সেই জীবন্তসুধা যা তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে। আমি যে কী করি আর কীভাবে যে তোমাদেরকে এ সুসংবাদ হৃদয়ঙ্গাম করাই! মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন জয়ঢাক পিটিয়ে 'ইনিই তোমাদের খোদা' একথা বলে বাজারে-বন্দরে ঘোষণা, আর কোন ঔষধ দিয়ে যে আমি তাদের চিকিৎসা করি যেন একথা শোনার জন্য তারা প্রস্তুত হয়।" (কিশতিয়ে নূহ)

(অবশিষ্ট পরের সংখ্যায়.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir